প্রতি

মমতা বন্দোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

রাইটার্স বিল্ডিং,

কোলকাতা,

ভারত ৭০০ ০০১

গত ৮ই এপ্রিল, ২০১২, রুবির মোড় থেকে ৭ জন গণতন্ত্র অধিকার রক্ষাকর্মীর গ্রেপ্তার এবং তার আগে নোনাডাঙ্গা বস্তিবাসীদের আটক আমাদের গভীর উদ্বেগের সম্মুখীন করে তুলেছে। নোনাডাঙ্গা বস্তি থেকে ৩০শে মার্চ উচ্ছেদ হওয়া শতাধিক মানুষের পুনর্বাসনের দাবীতে আয়োজিত শান্তিপূর্ন এক অধিবেশনে ওই সাতজন রক্ষাকর্মী অংশ নিচ্ছিলেন। নোনাডাঙ্গার ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বাম-সংগঠন ও সমাজ-সচেতন মানুষ। প্রতিবাদের এই শান্তিপূর্ণ চরিত্র বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দ্বারা উল্লিখিত এবং সাধারণ ভাবে নথিভুক্ত তথ্য। সুতরাং সেদিনের এই গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের জবাবে আপনার পুলিশ বাহিনীর প্রতিক্রিয়ায় আমরা বিষ্মিত ও আতংকিত।

এই ব্যাপারে আপনার পুলিশ বাহিনীর দমনমূলক আচরণ একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গণতন্ত্র বিরোধী অশুভ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। ৪ঠা এপ্রিল আপনার পুলিশ বাহিনী শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং অন্তিম মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলাকে শারীরিক আঘাত করে। এরপরে ৮ই এপ্রিল আপনার পুলিশ বাহিনী শান্তিপূর্ন অধিবেশনে হামলা করে ৬৯ জন মানুষকে গ্রেপ্তার করে, এবং ১০ বছরেরও ছোট শিশুর ওপর আক্রমণ হয়। ৭ জন গণতন্ত্র রক্ষাকর্মীকে জামিন আযোগ্য অপরাধের অভিযোগ এনে এদের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়। এই সাতজন হলেন দেবলীনা চক্রবর্তী ,শমিক চক্রবর্তী, মানস চ্যাটার্জি, দেবযানী ঘোষ, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, পার্থ সারথি রায় এবং অভিজ্ঞান সরকার। এতেও হয়নি, ৯ই এপ্রিল, উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ আবার আক্রমণ চালিয়ে পঞ্চাশেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে গ্রেপ্তার করে।

উপরন্তু আটক ওই সাতজনের ওপর আপনার আইনজীবিরা অবিশ্বাস্য সমস্ত অভিযোগ আনেন। যেকোনো প্রকার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিরোধিতাকেই সরকারী আইনজীবি রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত বলে যুক্তিস্বরূপ দেখাচ্ছেন। এছাড়া এই যুক্তি অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে যে আটক ওই সাতজনকে জেরা করে "অস্ত্র ও বিষ্ফোরক দ্রব্যের সম্ভাব্য মজুত" বিষয়ে "তথ্য" উদ্ধার করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই আপাত নির্বোধ ও বহুব্যবহৃত অভিযোগের আড়ালে রয়েছে মূলতঃ আটকদের ওপর অত্যাচার চালানোর অভিপ্রায়।

আমরা চিন্তিত যে মিথ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ খাড়া করে এইভাবে গণতান্ত্রিক বিরোধিতা ও প্রতিবাদের কন্ঠরোধ করার দুরভিসন্ধিই সরকারের উদ্দেশ্য।

এই ঘটনাপ্রবাহ আমাদের ডাঃ বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে আনা কুখ্যাত মামলার কথা ও বুদ্ধিজীবি এবং অধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি ও চুপ করানোর উদ্দেশ্যে কিভাবে পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষাকর্মীরা বিভিন্ন মিথ্যে ঘটনা ও কুৎসার সাহায্য নিয়েছিল সে কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা এই সাত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কর্মীর অবিলম্বে মুক্তি এবং এই অবিশ্বাস্য ও উদ্ভট সমস্ত অভিযোগ অবিলম্বে খারিজের দাবী জানাচ্ছি।

এছাড়া, নোনাডাঙ্গা বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া সমস্ত মানুষের সুষ্ঠু পুণর্বাসন ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের দৃঢ় দাবী জানাচ্ছি।আমরা এও দাবী জানাচ্ছি যে এপ্রিলের ৪ তারিখ যে সমস্ত পুলিশকর্মী, মহিলা ও শিশুদের ওপর অমানুষিক লাঠি-চার্য করেছিল তাদের যোগ্য শাস্তির। নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া শহরের এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর প্রকৃত অভিযোগে কান না দিয়ে সরকার যে সমস্ত সচেতন বুদ্ধিজীবি ও অধিকার রক্ষাকর্মীরা এনাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদেরকে দমন করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। নিজেদের গরীব-দরদী বলে দাবী করা এই সরকারের পক্ষে এরকম আচরণ অত্যন্ত লজ্জার। তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীকে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আদতে যত পরিবর্তন হয়, ততই তার একই রূপ প্রকাশ পায়। এই সরকার মানুষের চাহিদা পূর্ণ করুক, নইলে তার পূর্বসূরীরা যে পথে গেছে, তাদেরও সেই পথই দেখতে হবে।